আইভ্যানহো

স্যার ওয়ালটার স্কট

অনুবাদ

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ঐতিহ্য

প্রথম পরিচ্ছেদ

রম্য ইংলন্ডের ডন নদীর সলিল-বিধৌত মনোরম প্রদেশে পুরাকালে এক বিশাল অরণ্য ছিল। শেফিল্ড, ও সুরম্য ডনকাস্টার শহরের মধ্যবর্তী উপত্যকা ও শৈলরাজির অধিকাংশ এই অরণ্যে সমাচ্ছন্ন ছিল। 'ওয়ার্স অব দি রোজেন' নামক ভীষণ গৃহবিপ্লবের অনেকগুলি প্রচণ্ড যুদ্ধ এই অঞ্চলে ঘটিয়াছিল এবং যে সব নির্ভীক দস্যুদলের বীরত্বের কাহিনি ইংলন্ডের চারণ-গীতি দ্বারা জনপ্রিয় হইয়া রহিয়াছে, সেই সব আইনের আশ্রয়চ্যুত দস্যুদল প্রাচীন কালে এইখানেই বাস করিত।

উক্ত বনানীর মধ্যবর্তী একটি তৃণাবৃত উন্মুক্ত ভূমির উপর অস্তগামী সূর্যের শেষ রশ্মি পড়িয়াছিল। শ্যামল গালিচার মতো মনোহর সেই তৃণভূমির উপর শত শত সুবৃহৎ, প্রশস্তশীর্ষ ওকবৃক্ষ তাহাদের গ্রন্থিল শাখা-প্রশাখা বহুদূর প্রসারিত করিয়া রাখিয়াছিল—ওকগুলির গুঁড়ি ছিল খাটো, শাখা অনেকদূর পর্যন্ত ছড়ানো। কোনো কোনো স্থানে তাহারা বিচ, চিরশ্যাম হলি এবং অন্যান্য ঝোপ ও আগাছার সহিত এমনভাবে মিশিয়াছিল যে এই ঘনসন্নিবিষ্ট বনপাদপরাজির শাখা-প্রশাখা অস্তগামী সূর্যের সমান্তরালভাবে ধরণীর উপর পতিত রশ্মি সম্পূর্ণভাবে ঢাকিয়া দিয়াছিল। অন্যত্র ইহারা পরস্পরের নিকট হইতে দূরে অবস্থান করিয়া এমন একটি সুদীর্ঘ, দূরপ্রসারিত বীথিপথের সৃষ্টি করিয়াছিল, যাহার আঁকা-বাঁকা জটিলতার মধ্যে দৃষ্টি আনন্দে নিজেকে নিজে হারাইয়া ফেলে—কল্পনায় মনে হয় ওই দিকে বুঝি আরো নিভৃততর ঘনবনাচ্ছন্ন প্রদেশ আছে, পথটা যেন সেই দিকেই চলিয়া গিয়াছে। সূর্যের [রক্তিম] কিরণ অত্রতত্র বাধাপ্রাপ্ত হইয়া এক পাণ্ডুর আলোক সৃষ্টি করিয়াছিল, যাহারা দ্বারা বৃক্ষরাজির কর্কশ শাখা ও শৈবালাকীর্ণ কাণ্ডসমূহ এবং তৃণাবৃত ভূমির কোনো কোনো স্থান উদ্ভাসিত হইতেছিল। নিকটবর্তী এক টিলার শিখর হইতে কয়েকটি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড ভূপতিত হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে একটি, টিলাটির পাদদেশ বেষ্টনকারী এক শান্তসলিলা স্রোতস্বিনীর অভ্যন্তরে বিরাজ করিয়া মৃদু কুলুকুলু রব সৃষ্টি করিতেছিল।

উক্ত নিসর্গপটকে সম্পূর্ণতা দান করিতেছিল দুইটি মনুষ্যমূর্তি, যাহাদের আচরণ ও পরিচ্ছদের গ্রাম্যতা বা বন্যতা ছিল তদানীন্তন ইয়র্কশায়ার প্রদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের অধিবাসীদের ন্যায়। ইহাদের মধ্যে যে বয়োজ্যেষ্ঠ তাহার চেহারায় এক কঠোর ও দুর্দম ভাব প্রকাশ পাইতেছিল। তাহার বেশভূষা যথাসম্ভব সরল ও সংক্ষিপ্ত—গায়ে আঁট জামা, কোনো বন্যজন্তুর চর্ম হইতে ইহা তৈয়ারি। এই পরিচ্ছদ গলা হইতে হাঁটু পর্যন্ত লম্বিত এবং এই একটা পোশাক দ্বারাই তাহার শরীরাবরণের সকল প্রয়োজন সাধিত হইত। গলার দিকে একটিমাত্র ছিদ্র, কোনো রকমে সেখান দিয়া মাথাটি প্রবেশ করানো যাইতে পারে, ইহাতে মনে হয় এই পরিচ্ছদটি মাথা ও কাঁধের উপর দিয়া গলাইয়া পরাইবার রীতি ছিল। তাহার পায়ে ছিল শূকরের চামড়ার চটিজুতা এবং একটি চামড়ার সরু পট্টি পায়ে জড়াইয়া উপরের দিকে মাত্র পায়ের ডিম পর্যন্ত উঠিয়া হাঁটুদ্বয়কে অনাবৃত রাখিয়াছিল—স্কটল্যান্ডের হাইল্যান্ডারদের মতো। জামাটা আরো ভালো করিয়া শরীরে আঁটিয়া রাখিবার জন্য পিতলের বকলস-আঁটা চামড়ার তৈয়ারি একটা চওড়া কোমরবন্ধ দ্বারা পরিচ্ছদের মধ্যভাগ টানিয়া গুটাইয়া রাখা হইয়াছিল—কোমরবন্ধটির একধারে একরকমের ছোটো থলে এবং অন্যধারে একটা শিঙা আটকানো ছিল। সে সময়ে ঐ অঞ্চলে এক প্রকার দীর্ঘ, চওড়া, দুদিকে ধারওয়ালা ছুরি তৈয়ারি হইত এবং সেকালে তার নাম ছিল শেফিল্ডের ছুরি—লোকটির কোমরবন্ধে সেই ছুরি একখানা বাঁধিয়া রাখা হইয়াছিল। লোকটির মস্তক ছিল আবরণহীন, জটাপাকানো চুলের রাশিই এই আবরণের কাজ করিত; রোদে পুড়িয়া এই চুল লালচে হইয়া গিয়াছিল এবং তাহার গণ্ডদেশের অতিবর্ধিত পীতাভ এ্যাম্বার রঙের দাড়ির সহিত মাথার চুলের এই কটা রং একটি বৈষম্য সৃষ্টি করিয়াছিল। লোকটার পোশাকের একটা অংশ এত অদ্ভুত যে তাহার উল্লেখ না করিয়া পারা যায় না—সেটা একটা পিতলের হাঁসুলি, কুকুরের গলার গলবন্ধের মতো অনেকটা। কিন্তু এই হাঁসুলিটি গলা হইতে খুলিবার উপায় ছিল না—(ইহার কোনো মুখ ছিল না যাহার ভিতর দিয়া গলাইয়া এটি খোলা যাইতে পারে)—গলার চারিদিকে রাং-ঝাল দিয়া শক্ত করিয়া জোড়া দেওয়া ছিল—অবশ্য এমন শক্তভাবে গলার সঙ্গে আঁটা ছিল না যাহাতে শ্বাসপ্রশ্বাসের কোনো ব্যাঘ্যাত ঘটে—তবুও এত আঁটা যে, উহা খুলিয়া ফেলিবার উপায় ছিল না। এই অদ্ভুত হাঁসুলিতে স্যাকসন অক্ষরে কতকগুলি শব্দ লেখা ছিল, যাহার অর্থ হইল—'বিত্তউলফ'—এর পুত্র গার্থ, জন্মাবধি রদারউডবাসী সেড্রিকের দাস।

এই শূকরপালকের পার্শ্বে (শূকরপালনই ছিল উক্ত ব্যক্তির কর্ম) টিলা হইতে পতিত একটি প্রস্তরখণ্ডের উপরে উপবিষ্ট ছিল অপর ব্যক্তিটি, যাহাকে দেখিলে তাহার সঙ্গী অপেক্ষা বৎসর দশেকের কনিষ্ঠ বলিয়া মনে হয়। ইহার পোশাক অনেকটা প্রথম ব্যক্তিটির পোশাকের মতো হইলেও, কিছুটা উৎকৃষ্টতর এবং দেখিতে একটু অদ্ভুত ধরনের। তাহার জামা উজ্জ্বল নীল লোহিত বর্ণের, ইহার উপরে কিম্ভূত-কিমাকার চিত্রাঙ্কনের প্রয়াস দৃষ্ট হইতেছিল। জামার উপরে একটি ছোটো ঢিলা কোর্তা, অতি কষ্টে তাহা উরুদেশের নিম্নার্ধ পর্যন্ত পৌঁছিয়াছিল। এই খাটো কোর্তাটি লালরঙের কাপড়ে তৈয়ারি, উজ্জ্বল হলদে রঙের অস্তর-করা এবং বেশ কিছু ময়লা। তাহার বাহুতে ছিল রৌপ্যনির্মিত সরু বাজু এবং গলায় ছিল একটা রৌপ্য গলবন্ধ। ইহাতে এই কথাগুলি খোদিত ছিল—'উইটলেসের পুত্র ওয়াম্বা, রদারউডের সেড্রিকের দাস।' এই ব্যক্তিরও তাহার সঙ্গীর মতন চামড়ার চটি ছিল, কিন্তু চামড়ার ফালির পরিবর্তে তাহার পদদ্বয় একটি হলদে এবং আর একটি লাল গেইটার বা পাদচ্ছদ দ্বারা আবৃত। তাহাকেও টুপি দেওয়া হইয়াছিল এবং বাজপাখির পায়ের ঘুঙুরের মতো কয়েকটি ঘুঙুর টুপিটির চারিধারে আঁটা ছিল। মাথা নাড়িবার সময় ঘুঙুরের শব্দ হইত, এবং লোকটি এমন চঞ্চল যে, এক মুহূর্তের জন্যও সে শরীরকে স্থির রাখিতে পারিত কিনা সন্দেহ, সুতরাং ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, তাহার টুপির এই ঘুঙুর-ধ্বনির বিরাম ছিল না। এই টুপির কিনারার চারিধারে—এদিক ওদিক—চামড়ার ফালি দিয়া আঁটা ছিল। সেই বেষ্টনীটির উপরিভাগ চিরুনির মতো খাঁজকাটা থাকাতে ইহাকে ক্ষুদ্র মুকুটের মতো মনে হইত। এই বেষ্টনীর ভিতর হইতে একটি থলে ঝুলিয়া ঘাড়ের উপর গিয়া পড়িয়াছিল—অনেকটা সেকালের নাইটক্যাপের মতো। টুপিটির এই অংশে ঘুঙুরগুলি আটকানো ছিল। এই ঘুঙুর বাঁধিবার ভঙ্গি এবং তাহার টুপির গড়ন, সকলের উপর লোকটির মুখের আধ-পাগল, আধ-ধূর্ত একটা ভাব জানাইয়া দিতেছিল যে, সে কোনো বড়ো লোকের বাড়ির ভাঁড়,—ধনীদের সময় যখন কাটিতে চাহিত না, তখন অবসর বিনোদনের জন্য ইহাদের পুষিবার প্রয়োজন হইত। তাহার সঙ্গীরই মতো লোকটির কোমরবন্ধে একটা চামড়ার থলে ছিল—কিন্তু কোনো ছুরি বা শিঙ্গার পরিবর্তে সে একটা পাতলা কাষ্ঠনির্মিত ছোরায় সজ্জিত ছিল—সম্ভবত সে যে শ্রেণীর লোক, তাহাকে তীক্ষ্ণধার অস্ত্র ব্যবহার করিতে দেওয়া বিপজ্জনক বিবেচিত হইত।

এই দুইটি লোকের চাহনি ও আচরণ ইহাদের বাহিরের চেহারা অপেক্ষা কম বিসদৃশ ছিল না (অর্থাৎ ইহাদের বাহিরের চেহারাও যেমনি বিসদৃশ,

চাহনি ও আচরণ তদ্রূপই বিসদৃশ)। ক্রীতদাসের চাহনি বিষণ্ণতা-মাখানো, নিষ্ফল ক্রোধসঞ্জাত গাম্ভীর্য। তাহার আনত দৃষ্টি ভূমির দিকে নিবদ্ধ, সে দৃষ্টি ছিল গভীর নৈরাশ্যব্যঞ্জক। কিন্তু মাঝে মাঝে তাহার রক্তচক্ষু দুটি যেন জ্বলিয়া উঠিত, তাহাতে মনে হইত যেন ঐ নীরব ক্রোধসঞ্জাত নৈরাশ্যের তলে অত্যাচার সম্বন্ধে সচেতন মনোভাব এবং বিদ্রোহের প্রবৃত্তি সুপ্ত রহিয়াছে। আর তাহা যদি না থাকিত তবে তাহার নৈরাশ্যকে ঔদাসীন্যের রূপান্তর মনে করা যাইতে পারিত। অপর পক্ষে ওয়াম্বার চাহনিতে ছিল তাহার শ্রেণীর লোকের যেমন হইয়া থাকে অর্থাৎ বিদূষক-সুলভ একটা অর্থহীন ঔৎসুক্য এবং স্থিরভাবে অবস্থানের বিরুদ্ধে চঞ্চল অধৈর্য, আর ছিল তাহার নিজ অবস্থা ও বাহ্য বেশভূষা সম্বন্ধে বিপুল আত্মপ্রসাদ।

শূকররক্ষক ইতস্তত বিক্ষিপ্ত শূকরের পালকে একত্র করিবার জন্য ঘোররবে শিঙ্গা বাজাইয়া বলিয়া উঠিল—"এই লক্ষ্মীছাড়া শূকরগুলির উপর সেন্ট উইদহোল্ডের অভিসম্পাত বর্ষিত হোক!" ঐ শূকরগুলিও তেমনি মধুরস্বরে তাহার ডাকের উত্তর দিয়া তাহারা যে বিটফল ও ওকফল-রূপ সুখাদ্য আকণ্ঠ ভোজন করিয়া পুষ্ট হইয়াছিল তাহা হইতে চলিয়া আসিতে, অথবা যে ছোটো নদীটির কর্দমময় তটভূমিতে তাহাদের কতকগুলি পঙ্কে অর্ধমগ্ন অবস্থায় আরামে পড়িয়াছিল তাহা ছাড়িয়া আসিতে একটুও ত্বরা করিল না। গার্থ বলিল, "সেন্ট উইদহোল্ডের অভিশাপ তাদের উপর আর আমার উপর বর্ষিত হোক! যদি সন্ধ্যার পূর্বে দুপেয়ে নেকড়ে (অর্থাৎ বনের রক্ষক) এসে এদের ধরে না ফেলে, তবে আমি মানুষই নই। ফ্যাঙস, ফ্যাঙস, এদিকে আয়!" এই বলিয়া সে উচ্চৈঃস্বরে নেকড়ের মতো দেখিতে একটা কর্কশলোম কুকুরকে ডাকিল। কুকুরটা ওই সকল অবাধ্য শূকরগুলাকে এক জায়গায় জড়ো করার কাজে তাহার প্রভুকে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যেই খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে এদিক ওদিক দৌড়িতে লাগিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে শূকরগুলিকে তাড়াইয়া দিতে লাগিল—ইহা সে শূকরপালকের সঙ্কেত বুঝিতে না পারার দরুন করিল, কিংবা বিদ্বেষবুদ্ধিবশত করিল তাহা বোঝা গেল না—যে অনিষ্ট নিবারণ করিতে সে আসিয়াছিল, মনে হয় সেই অনিষ্টকে আরো সে বাড়াইয়া তুলিল।

ওয়াম্বা বলিল, "গার্থ, আমি বলি ফ্যাঙসকে প্রতিনিবৃত্ত কর, শূকরের দলের ভাগ্যে যা আছে ঘটুক। ভ্রাম্যমাণ সৈনিকপুরুষের দল কিংবা আইনের আশ্রয় থেকে বিতারিত দস্যুদল কিংবা তীর্থপর্যটকের দল যাদের সঙ্গে এদের সাক্ষাৎ ঘটুক না কেন, সকাল হবার আগেই এরা নর্মান হয়ে যাবে, আর তাতে তোমার স্বস্তি ও আরাম কম হবে না।"

গার্থ বলিল, "কি, শূকরগুলি নর্মান হয়ে যাবে আর আমি আরাম বোধ করব! ওয়াম্বা আমাকে কথাটা বুঝিয়ে দাও, আমার বুদ্ধিটা একটু মোটা ও মন এত বিরক্ত যে, তোমার হেঁয়ালি আমি বুঝতে পারি না।"

ওয়াম্বা উত্তরে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, ঐ যে ঘোঁৎঘোৎকারী জন্তুগুলি চারপায়ে ছুটে বেড়াচ্ছে, তুমি ওগুলিকে কী বল?"

"শূকররক্ষক বলিল, " 'সোয়াইন' বলি মূর্খ, 'সোয়াইন' বলি! আর প্রত্যেক মূর্খই তা জানে।"

শূকররক্ষক বলিল, " 'সোয়াইন' শব্দটি উত্তম স্যাকসন শব্দ। কিন্তু শূকরটিকে যখন ছাল ছাড়িয়ে নাড়িভুঁড়ি বার করে চারটুকরো করে কেটে বিশ্বাসঘাতকের মতো ঝুলিয়ে রাখা হয় তখন এটাকে কী বল?"

শূকররক্ষক বলিল, " 'পর্ক' বলি।"

ওয়াম্বা বলিল, "প্রত্যেক মূর্খও যে একথাটা জানে, তাতে আমার আনন্দ হচ্ছে। আর আমার মনে হয় 'পর্ক' কথাটা উত্তম নর্মান-ফরাসি। জন্তুটা যখন জীবিত থাকে—এবং একজন স্যাকসন ক্রীতদাসের তত্ত্বাবধানে—তখন তার থাকে স্যাকসন নাম; কিন্তু যখন বড়লোকের বাড়ির ভোজের জন্য এটিকে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন এর নর্মান নাম হয়ে যায় আর 'পর্ক' বলা হয়। হা হা, প্রিয় বন্ধু গার্থ, তুমি এ সম্বন্ধে কী মনে কর?"

গার্থ উত্তর করিল, "সাধু ডনস্টানের নামে শপথ করে বলছি, তুমি নিতান্ত অপ্রিয় সত্য বলেছ। যে বাতাসে আমরা নিশ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করি, সেই বাতাসটুকু ছাড়া আর আমাদের কিছুই থাকে না। সে বাতাসটুকুও যেন অনেক ইতস্তত করার পরে তবে আমাদের জন্য রাখা হয়—যাতে সেই বাতাসটুকুর সাহায্যে আমরা আমাদের কাঁধের উপর ন্যস্ত গুরুতর কর্তব্যভারগুলি সম্পন্ন করবার কষ্টটা সহ্য করতে পারি। সবার চেয়ে ভালো ও হৃষ্টপুষ্ট জন্তুটি তাদের খানার টেবিলে যায়; সবার চেয়ে ভালো ও সাহসী যারা, তারাই বিদেশী মনিবদের সৈন্যস্বরূপ সুদূর প্রবাসে গিয়ে নিজেদের অস্থি দ্বারা দেশটাকে শাদা করে দেয়; এখানে এমন কোনো দৃঢ়মতি ও বীর্যবান লোককে রেখে যায় না, যারা হতভাগ্য স্যাকসনদেরকে রক্ষা করতে পারে। আমাদের প্রভু সেড্রিককে ভগবান আশীর্বাদ করুন, তিনি সেই সব শূন্যস্থান পূর্ণ করে একটা মানুষের মতো কাজ কচ্ছেন। কিন্তু রেজিনাল্ড ফ্রঁ-দ্য-বিউফ স্বয়ং এখানে আসছেন, এবং আমরা শীঘ্রই দেখতে পাব সেড্রিক এতদিন যে সব কষ্ট স্বীকার করে এসেছেন, তা তাঁর কতটুকু কাজে আসে।"

ভাঁড় বলিল, "গার্থ, আমি জানি তুমি আমাকে একটা নিরেট বোকা ভাব। নতুবা তুমি তোমার মাথা আমার মুখে ঢুকিয়ে দিতে (অর্থাৎ অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করেই তোমার মনের কথা আমার সম্মুখে বলতে) এমন দুঃসাহস করতে না। রেজিনাল্ড ফ্রঁ-দ্য-বিউফ অথবা ফিলিপ-দ্য-মালভোয়াজ্যা-এর নিকট যদি একটা কথা বলা হয় যে, তুমি নর্মানদের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহ-সূচক কথা উচ্চারণ করেছ, তা হলেই তুমি তৎক্ষণাৎ হবে একটি বাতিল শূকররক্ষক; বড়লোকদের নিন্দাকারীদের মনে ভয় উৎপাদনের জন্য তোমাকে কোনো একটা গাছে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে।"

গার্থ বলিল, "কুকুর কোথাকার! আমাকে আমার অসুবিধাজনক এত কথা বলতে প্রণোদিত করে শেষকালে আমাকে ধরিয়ে দেবে না তো?"

ভাঁড় বলিল, "তোমাকে ধরিয়ে দেব? না, সে তো চতুর বুদ্ধিমানের কাজ। আমার মতন একটা নিরেট বোকা এমন সুবিধার অর্ধেকও নিজের কাজে লাগাতে জানে না।" সেই সময় ঘোড়ার পায়ের শব্দ কানে আসাতে সে আবার বলিল, "চুপ! কারা যেন এই দিকে আসছে।"

গার্থ তখন তাহার শূকরগুলি সম্মুখে একত্র করিয়া ফ্যাঙসের সাহায্যে বনের একটা অন্ধকারময় দীর্ঘ বীথিপথের মধ্য দিয়া লইয়া যাইতে যাইতে বলিল, "যেই আসুক, তাতে ভাবনার কী আছে?"

ওয়াম্বা বলিল, "আচ্ছা আমি কিন্তু অশ্বারোহীগুলিকে দেখব,—হয়ত তারা পরিরাজ্যের রাজা ওবিরণের কাছ থেকে কোনো সংবাদ নিয়ে আসছে।"

শূকরপালক উত্তর করিল—"তোমাকে মহামারীতে ধরুক। ঐ বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, বজ্রপাত হচ্ছে, ভীষণ ঝড় আসন্ন—তুমি এমন সময় আর বলবার মতো কথা পেলে না? শোনো বজ্রের শব্দ, ঝড় বেশি জোরে আসবার আগেই চল আমরা বাড়ি যাই। রাত্রিটা ভয়ঙ্কর হবে মনে হয়।"

ওয়াম্বা তাহার অনুরোধের যৌক্তিকতা যেন বুঝিতে পারিয়াই সঙ্গীর সঙ্গে সঙ্গে চলিল—গার্থও পাশেই ঘাসের উপর যে দীর্ঘ যষ্টিটি পড়িয়াছিল তাহা তুলিয়া লইয়া তথা হইতে রওনা হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সঙ্গীর মাঝে মাঝে সনির্বন্ধ অনুরোধ ও তিরস্কার সত্ত্বেও অশ্বারোহীদিগের পদশব্দ ক্রমশ নিকটে আসিতেছিল বলিয়া ওয়াম্বা পথে এক-একটা ওজর করিয়া মধ্যে মধ্যে বিলম্ব করিতে লাগিল, তাহাকে কিছুতেই তাহা হইতে নিবৃত্ত করা যাইতেছিল না।

অশ্বারোহিগণ শীঘ্রই তাহাদিগের নাগাল ধরিয়া ফেলিল। সংখ্যায় ছিল তাহারা দশজন। যে দুইজন অগ্রবর্তী ছিল, দেখিয়া মনে হয়, তাহারা বেশ প্রতিপত্তিশালী পদস্থ ব্যক্তি, বাকি কয়জন তাহাদের অনুচর। স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছিল যে, এই দুইজন সম্ভ্রান্ত লোকের একজন খুব উচ্চপদস্থ ধর্মযাজক। তাঁহার পরিধানে ছিল সিস্টারশ্যান সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদের পোশাক; কিন্তু সেই পোশাক ছিল উক্ত ধর্মসম্প্রদায়ের অনুমোদিত উপাদান অপেক্ষা মূল্যবান উপাদানে প্রস্তুত। তাঁহার ঢিলা বহির্বাস ও টুপি ছিল সর্বোৎকৃষ্ট ফ্ল্যান্ডার্স দেশীয় কাপড়ে প্রস্তুত। উহা প্রচুর ও সুদৃশ্য ভাঁজে ভাঁজে একটি পাতলা ও সুন্দর দেহকে বেষ্টন করিয়া ঝুলিতেছিল। তাঁহার মুখে সংযম ও আত্মনিপীড়নের কোনো লক্ষণ ছিল না, তেমনি তাঁহার পরিচ্ছদেও জাঁকজমক সম্বন্ধে ঔদাসীন্য বা বিতৃষ্ণার কোনো চিহ্নও ছিল না। তাঁহার বৃত্তি ও পদগৌরব তাঁহাকে নিজের মুখশ্রী সংযত করিতে শিখাইয়াছিল; তিনি ইচ্ছামত মুখমণ্ডল সঙ্কোচ করিয়া গাম্ভীর্য অবলম্বন করিতে পারিতেন, যদিও তাঁহার চেহারায় প্রফুল্লচিত্ত দিলদরিয়া ভোগী লোকের ভাব পরিস্ফুট থাকিত। মঠের নিয়ম ও পোপ এবং ধর্মযাজকমণ্ডলীর অনুশাসনের বিরুদ্ধে ঐ উচ্চপদস্থ পুরোহিতের জামার হাতার অগ্রভাগ উল্টানো ও উহাতে দামি নরম লোম বসানো ছিল; তাঁহার ঢিলা বহির্বাসের গলা একটা সোনার বন্ধনী দিয়া আঁটা এবং তাঁহার সম্প্রদায়ের নির্দিষ্ট সমস্ত পরিচ্ছদটি সাম্প্রদায়িক নিয়মের বিরুদ্ধে বেশ পারিপাট্যযুক্ত ও সৌখিন ধরনের ছিল। তিনি একটি হৃষ্টপুষ্ট, মৃদুগতি অশ্বতরের পিঠে চড়িয়া যাইতেছিলেন। উহার সাজ নানা অলঙ্কারে ভূষিত এবং সেকালের রীতি অনুযায়ী উহার লাগামে রূপার ঘুঙুর বাঁধা ছিল।

এই ধর্মযাজকের সঙ্গীটির বয়স চল্লিশের বেশি হইবে। একহারা, দীর্ঘ, সুদৃঢ় ও মাংসপেশিবহুল আকৃতি—অনবরত ব্যায়াম-চর্চা ও পরিশ্রমের কার্য করার ফলে সে শরীরের সুকুমার ভাবের কিছুই আর অবশিষ্ট নাই বলিলেও চলে। সমস্ত দেহখানা যেন শুধু হাড় ও পেশিতে পরিণত হইয়াছিল—ঐ দেহ বহুতর কঠিন ও শ্রমসাধ্য কাজ করিতে পারিয়াছে এবং ভবিষ্যতে আরো অনেক শ্রমসাধ্য কাজ করিতে কুণ্ঠিত হইবে না। তাঁহার মাথায় একটি লোমশ লাল টুপি ছিল। তাঁহার মুখমণ্ডল সম্পূর্ণ অনাবৃত এবং উহার ভাব অপরিচিতদের মনে ভয় না হৌক, কিঞ্চিৎ ভয়মিশ্রিত সম্ভ্রমের সৃষ্টি করিতে পারিত। তাঁহার উন্নত, স্বভাবত সবল ও সুস্পষ্ট ভাবব্যঞ্জক দেহ গ্রীষ্মপ্রধান দেশের রৌদ্রের তাপে অবিরত পুড়িয়া যেন কাফ্রির মতো কালো হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার প্রখর দৃষ্টি তীক্ষ্ণ চক্ষুর প্রতি কটাক্ষে বলিয়া দিতেছিল যে, জীবনে তিনি অনেক দুঃখ জয় করিয়াছেন, বহু বিপদের সম্মুখীন হইয়াছেন—দৃঢ় সঙ্কল্প, মানসিক বল ও ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ দ্বারা নিজের পথ হইতে সকল বাধাবিঘ্ন দূর করায় যে আনন্দ, সেই আনন্দই তাঁহাকে সর্বদা প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার ইচ্ছাকে জাগ্রত রাখিয়াছিল; তাঁহার ললাটের একটি গভীর ক্ষতরেখা মুখমণ্ডলের কঠোরতা বৃদ্ধি করিয়াছিল, একটি চক্ষুর দৃষ্টিতে ভীতিপ্রদ ও অশুভ ভঙ্গি দান করিয়াছিল—ওই চক্ষুটিও সামান্য আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছিল, ইহার ফলে দৃষ্টিশক্তি অক্ষুণ্ন থাকিলেও একটু বিকৃত হইয়াছিল।

এই পদস্থ ব্যক্তির শরীরের বহির্বাসটি মঠের সন্ন্যাসীর দীর্ঘ আলখাল্লার মতো হওয়ায় দেখিতে অনেকটা ছিল তাঁহার সঙ্গীরই মতো। কিন্তু ইহার রং ছিল লাল; ইহাতে বুঝা যাইতেছিল যে, তিনি কোনো নিয়মাধীন খ্রিষ্টান মঠধারী সম্প্রদায়ভুক্ত নহেন। বহির্বাসের দক্ষিণ স্কন্ধোপরি সাদা কাপড়ের একটা অদ্ভুত আকারের ক্রুশ আঁটা ছিল। এই বহির্বাসের নিচে ঢাকা ছিল ইস্পাতের শিকলি-কাটা একটি সাঁজোয়া, এই জামার হাত এবং দস্তানাও ছিল ইস্পাত-নির্মিত—খুব কৌশলের সহিত একটির সঙ্গে আর একটি ভাঁজ করা ও গাঁথা। তাঁহার উরুদ্বয়ের সামনের দিকটা বহির্বাসের ভাঁজের ফাঁক দিয়া যতটা দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল তাহা ইস্পাতের জাল দিয়া আবৃত। জানু ও পদ ইস্পাতের পাতলা পাত দিয়া সুরক্ষিত। এই ইস্পাতের পাতগুলি একটির সহিত আর একটি সুকৌশলে গাঁথা ছিল। গুলফ বা পায়ের গোড়ালি হইতে জানু পর্যন্ত ইস্পাতের জাল দিয়া নির্মিত মোজা দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। তাঁহার কটিবন্ধে একটি দীর্ঘ দ্বি-ধার চোরা সংবদ্ধ ছিল।

তিনি তাঁহার সঙ্গীর মতো অশ্বতরের পিঠে চড়েন নাই, পথ চলিবার উপযোগী একটি কর্মঠ ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া যাইতেছিলেন—নিজের তেজস্বী যুদ্ধের ঘোড়াটিকে খাটাইবেন না, এই ছিল উদ্দেশ্য। এই যুদ্ধের ঘোড়াটিকে একজন অনুচর পিছনে পিছনে লইয়া আসিতেছিল। ঐ ঘোড়াটির জিনের একধারে একখানা টাঙি ঝুলিতেছিল—উহা ছিল ডামাস্কাস নগরীর সূক্ষ্ম কারুকার্য খচিত। জিনের অন্য পার্শ্বে আরোহীর পালক-বসানো শিরস্ত্রাণ, ইস্পাতের জালের দ্বারা নির্মিত টুপি ও একখানা ভারি তরবারি ঝুলানো ছিল;—এইখানি দুই হাত দিয়া ঘুরাইতে হয়। দ্বিতীয় অনুচর তাহার প্রভুর বর্শাখানি তুলিয়া ধরিয়াছিল—ঐ বর্শার অগ্রভাগে একটি ছোটো পতাকা উড়িতেছিল। তাঁহার আলখাল্লায় সূচের কাজের যে একটি ক্রুশ ছিল, সেই নিশানেও তদনুরূপ একটি ক্রুশ ছিল। এই অনুচরটি তাঁহার ক্ষুদ্র ত্রিকোণ ঢালটিও লইয়া আসিতেছিল—ঢালটির উপরের দিকটা বক্ষোদেশ রক্ষা করিবার মতো চওড়া, আর নিচের দিকে ক্রমশ সরু হইয়া গিয়াছে। একটি রক্তবর্ণ বস্ত্রে মণ্ডিত থাকায় ঢালের উপরিস্থ চিহ্ন দেখা যাইতেছিল না।

এই দুইজন পদস্থ ব্যক্তির অনুচরের পিছনে আবার দুইজন ভৃত্য আসিতেছিল। ইহাদিগের কৃষ্ণবর্ণ মুখমণ্ডল, সাদা পাগড়ি এবং প্রাচ্যদেশীয় পরিচ্ছদ প্রকাশ পাইতেছিল যে, তাহারা কোনো সুদূর প্রাচ্য দেশের অধিবাসী। এই যোদ্ধার আকৃতি এবং তাহার অনুচরদের আকৃতি-প্রকৃতি সম্পূর্ণ বর্বর ও অসভ্য ধরনের ছিল।

ওয়াম্বা সেই খ্রিষ্টীয় মঠধারীকে দেখিয়াই জরভো মঠের অধ্যক্ষ বলিয়া বুঝিল। শিকারপ্রিয় ও ভোজনানুরাগী বলিয়া অনেক মাইল পর্যন্ত তাঁহার খ্যাতি পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল এবং যদি জনপ্রবাদ তাঁহার প্রতি অন্যায় না করিয়া থাকে, তবে তিনি মঠধারীদের প্রতিজ্ঞা-বিরোধী অন্যান্য সাংসারিক ভোগসুখের প্রতি আসক্ত বলিয়াও সুপরিচিত ছিলেন।

কিন্তু তাঁহার সঙ্গীর ও অনুচরবর্গের অদ্ভুত মূর্তি ঐ স্যাকসন ক্রীতদাসগুলির মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল এবং তাহাদিগকে বিস্মিত করিয়াছিল। জরভো মঠাধ্যক্ষ যখন তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে নিকটে কোনো আশ্রয়স্থান আছে কিনা, তখন তাহারা তাঁহার প্রশ্নে মনোনিবেশ করিতে অসমর্থ হইল—ঐ কৃষ্ণমূর্তি অপরিচিত লোকটির অর্ধ-সন্ন্যাসী ও অর্ধ-সামরিক মূর্তি এবং তাঁহার প্রাচ্যদেশীয় ভৃত্যদিগের অদ্ভুত ধরনের বেশভূষা ও অস্ত্রশস্ত্র দেখিয়া তাহারা এতই আশ্চর্যান্বিত হইয়াছিল।

মঠাধ্যক্ষ ওয়াম্বাকে একখণ্ড রৌপ্যমুদ্রা দিয়া তাঁহার বক্তব্যকে সুদৃঢ়তর করিয়া বলিলেন—"শোনো ওহে, স্যাকসন সেড্রিকের বাড়ির পথ আমাকে বল তো! তুমি এ বিষয়ে অজ্ঞ নও—এবং আমাদের চেয়ে কম পবিত্র বৃত্তির লোক হলেও তোমার কর্তব্য তাদের পথ দেখিয়ে দেওয়া। এই শ্রদ্ধেয় ভ্রাতাটি সমস্ত জীবন জেরুজালেমের পবিত্র সমাধিমন্দির উদ্ধারের জন্য মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন। সম্ভবত তুমি সেই ধর্মযোদ্ধৃগণের কথা শুনে থাকবে, ইনি তাঁদেরই একজন।"

ওয়াম্বা উত্তর করিল, "মশাইরা, এই পথে সোজা গেলে দেখবেন এক জায়গায় মাটিতে পোঁতা ক্রুশ আছে—মাত্র হাতখানেক সেটা মাটির উপরে জেগে আছে—সেই পর্যন্ত গিয়ে দেখবেন চারটি পথ সেখানে মিশেছে—বাঁদিকের পথ ধরে গেলে ঝড় আসবার আগেই আপনারা আশ্রয় পাবেন।"

মঠাধ্যক্ষ এই অভিজ্ঞ পরামর্শদাতাকে ধন্যবাদ দিলেন। অশ্বারোহিগণ জুতার কাঁটার ঘা দিয়া ঘোড়াগুলিকে জোরে ছুটাইলেন। রাত্রির ঝড় আসিবার পূর্বে সরাইখানায় পৌঁছিবার জন্য যেরূপ বেগে সকলে ছুটে, তাঁহারাও তেমনি বেগে ঘোড়া ছুটাইলেন।

দূরে তাহাদের অশ্বপদশব্দ মিলাইয়া গেলে গার্থ তাহার সঙ্গীকে বলিল, "যদি ওঁরা তোমার বিজ্ঞ পরামর্শমত চলেন, তাহলে আজ সারারাত্রের মধ্যে রদারউড পৌঁছতে পারবেন কিনা সন্দেহ।"

ভাঁড় দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া বলিল, "না, এঁদের যদি ভাগ্য ভালো হয়, এঁরা শেফিল্ডে গিয়ে পৌঁছবেন,—আর সেইটি ওঁদের উপযুক্ত স্থান। আমি এমন কাঁচা শিকারি নই যে কুকুরকে দেখিয়ে দেব হরিণ কোথায় আছে, যদি আমার ইচ্ছা না থাকে যে কুকুর হরিণকে শিকার করুক।"

গার্থ বলিল, "তুমি ঠিক করেছ।"

আমরা এখন অশ্বারোহীদিগের কাছে ফিরিয়া যাই; তাহারা শীঘ্রই ঐ ক্রীতদাসগুলিকে বহুদূরে পশ্চাতে ফেলিয়া গিয়াছিল এবং উচ্চতর শ্রেণীর লোকেরা যে ভাষায় সাধারণত বাক্যালাপ করিয়া থাকে, সেই নর্মান-ফরাসি ভাষায় নিম্নোক্ত কথোপকথন চালাইতেছিল।

মঠাধ্যক্ষ বলিলেন, "ধর্মভাই ব্রিঁয়া, আমি আপনাকে যা বলেছি, তা যেন মনে থাকে; ধনী জমিদার সেড্রিক গর্বিত, কোপনস্বভাব ও সন্দিগ্ধচিত্ত, সহজেই সে রেগে ওঠে; এই লোকটি নিজের জাতির অধিকার অক্ষুণ্ন রাখবার জন্য এমনই দৃঢ়তার সহিত খাড়া থাকে এবং রাজ্যসপ্তকের বিখ্যাত বীর হিয়ার

ওয়ার্ডের সাক্ষাৎ বংশধর বলে এত গর্বিত যে, সকলের দ্বারা সে স্যাকসন সেড্রিক নামে অভিহিত হয়ে থাকে।"

ধর্মযোদ্ধা বলিলেন, "মঠাধ্যক্ষ এমার, যে রকম তুমি বর্ণনা করলে তাতে মনে হচ্ছে, রাওএনার বাপ সেড্রিক একটা রাজদ্রোহী চাষা। এই চাষাটার অনুগ্রহ লাভ করবার জন্য যে স্বার্থত্যাগ ও সহিষ্ণুতা আমার দেখানো প্রয়োজন হবে, সুন্দরীশ্রেষ্ঠা রাওএনার মধ্যে তার উপযুক্ত ক্ষতিপূরণস্বরূপ যথেষ্ট সৌন্দর্য দেখতে পাওয়ার আশা করি।"

মঠাধ্যক্ষ বলিলেন, "সেড্রিক রাওএনার পিতা নয়, দূর-সম্পর্কিত কুটুম্ব। সেড্রিক যে বংশে জন্মেছে বলে, তার চেয়ে উঁচু বংশে রাওএনার জন্ম। সেড্রিকের সঙ্গে রাওএনার সম্পর্ক অত্যন্ত দূরের। অবশ্য সেড্রিক রাওএনার অভিভাবক এবং আমার বিশ্বাস সে একাজে নিজেকেই নিজে নিযুক্ত করেছে। এই পালিতা কন্যাটিকে কিন্তু সেড্রিক এত ভালোবাসে যে মনে হয় সে তার নিজেরই মেয়ে। মেয়েটির সৌন্দর্য সম্বন্ধে তুমি এখনই তো বিচার করতে পারবে। কিন্তু রাওএনার দিকে কীভাবে চাইবে, সে বিষয়ে সতর্ক থেকো। রাওএনাকে সেড্রিক খুব সতর্কতার সঙ্গে যত্নে লালনপালন করে থাকে। তোমার দৃষ্টি যদি তার মনে কিছুমাত্রও ভীতির কারণ উপস্থিত হয়, তাহলে আমাদের নিস্তার নাই জেনো। জনশ্রুতি এইরূপ যে, সে নিজের পুত্রকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে; কারণ সে এই সুন্দরীর প্রতি প্রেমের দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। দূর হতে এই সুন্দরীকে পুজো করা যায়, কিন্তু পবিত্র কুমারীর (যিশুর মাতা মেরীর) মন্দিরে প্রবেশকালীন আমাদের মনে যে ভাব জন্মে, সেই ভাব ছাড়া অন্যভাব নিয়ে এই সুন্দরীর কাছে যাওয়া সম্ভব হবে না।"

ধর্মযোদ্ধা বলিলেন, "হাঁ, আপনি ঠিক বলেছেন। আমি একটা রাত্রির জন্য যে সংযম আবশ্যক তা অবলম্বন করব এবং কুমারীর মতো শান্তভাব ধারণ করব। কিন্তু সে আমাদেরকে বলপূর্বক তাড়িয়ে দেবে বলে তোমার যে ভয় হচ্ছে, সে অপমান হতে আমি আমার অনুচরগণ এবং হামিদ ও আবদুল্লাহ, আমরাই তোমাকে রক্ষা করতে পারব। আমরা যে বলপূর্বক আমাদের বাসস্থান দখলে রাখতে পারব, সে বিষয়ে তুমি সন্দেহ করো না।"

মঠাধ্যক্ষ বলিলেন—"না, অত দূর গড়াতে দেওয়া হবে না। ওই তো পোঁতা ক্রুশটা, ভাঁড় যার কথা বলেছিল। রাতটা এত অন্ধকার যে কোন পথটি ধরে আমরা চলব তা দেখা যাচ্ছে না। আমার মনে পড়েছে সে যেন আমাদের বাঁদিকে যেতে বলেছিল।"

ব্রিঁয়া বলিলেন, "আমার যতদূর মনে পড়ে, ডানদিকে।"

"বামে, নিশ্চয়ই বাম দিকে; আমার মনে পড়ছে, কাঠের তরোয়ালখানা দিয়ে সে পথ দেখিয়ে দিচ্ছিল।"

ধর্মযোদ্ধা বলিলেন, "হাঁ, কিন্তু তলোয়ারখানি সে তার বাঁ হাতে ধরেছিল এবং সেটা দেহের ওপরে আড়ভাবে রেখে পথ দেখিয়ে দিচ্ছিল।"

সাধারণত এইরূপ ব্যাপারে যেরূপ ঘটিয়া থাকে, প্রত্যেকেই নিজ নিজ মতো যথেষ্ট দৃঢ়তার সহিত বজায় রাখিতে চাহিল। মীমাংসার জন্য অনুচরগণকে জিজ্ঞাসা করা হইল। কিন্তু তাহারা ওয়াম্বার কথা শুনিতে পাইবার মতো নিকটে ছিল না। অবশেষে ব্রিঁয়া উত্তেজিত সুরে বলিলেন—"এই যে ক্রুশের তলায় একটা লোক ঘুমন্ত বা মৃত অবস্থায় পড়ে আছে। হিউগো, তোমার বর্শার ভোঁতা দিকটা দিয়ে লোকটাকে খোঁচা মেরে ওঠাও তো!" গোধূলির অস্পষ্ট আলোকের জন্য এই লোকটি পূর্বে তাঁহাদের দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছিল।

খোঁচা দিতে না দিতে লোকটি উঠিয়া দাঁড়াইয়া উত্তম ফরাসিতে চেঁচাইয়া বলিল, "তুমি যেই হও, আমার চিন্তায় ব্যাঘাত জন্মানো তোমার পক্ষে অভদ্রতা।"

মঠাধ্যক্ষ উত্তর করিলেন, "স্যাকসন সেড্রিকের বাসস্থান রদারউডে যাওয়ার রাস্তা কোনটি তোমাকে জিজ্ঞাসা করা আমাদের অভিপ্রায়।"

অপরিচিত ব্যক্তি উত্তর করিল, "আমি নিজেও তো সেখানেই যাব। আমার যদি একটা ঘোড়া থাকত, তবে আমি নিজেই আপনাদের পথপ্রদর্শক হতে পারতাম। পথ যদিও আমার সম্পূর্ণ জানা, কিন্তু বড়ো গোলমেলে।"

মঠাধ্যক্ষ বলিলেন, "যদি তুমি সেড্রিকের বাড়িতে আমাদের নিরাপদে পৌঁছে দিতে পারো, তবে তুমি ধন্যবাদ ও পুরস্কার দুইই পাবে।"

এই বলিয়া মঠাধ্যক্ষ—অনুচরদের একজন তাঁহার যে ঘোড়াটাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিতেছিল সেই ঘোড়াটায় চড়িতে এবং নিজে সে যে ঘোড়াটা চড়িয়া আসিতেছিল, সেইটি এই অপরিচিত পথপ্রদর্শনকারীকে দিতে আদেশ করিলেন।

তাঁহাদিগকে ভুলপথে চালাইবার জন্য ওয়াম্বা যে পথটি বলিয়া দিয়াছিল, লোকটি তাহার বিপরীত পথ ধরিয়া চলিল। পথটি অচিরে বনের নিভৃততর প্রদেশে প্রবেশ করিল এবং অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খাল পার হইয়া গেল। জলাভূমির মধ্য দিয়া ঐ ক্ষুদ্র নদীগুলি প্রবাহিত থাকায়, উহাদের নিকটবর্তী হওয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক ছিল। কিন্তু আগন্তুক লোকটি যেন তাহার স্বাভাবিক অনুভব-শক্তি দ্বারাই সর্বাপেক্ষা কোন অংশগুলি শক্ত এবং কোথায় কোথায়

পার হওয়া সর্বাপেক্ষা নিরাপদ—তাহা জানিতে পারিয়াছিল; সে সতর্ক মনোযোগের সহিত পথ দেখাইয়া আনিতে আনিতে এমন একটি বিস্তৃত অরণ্যবীথির মধ্যে আনিয়া ফেলিল, যাহা তাঁহারা এ পর্যন্ত দেখেন নাই—এবং ঐ অরণ্যবীথির অপর পার্শ্বে অবস্থিত একটি অনুচ্চ, বৃহদায়তন এবং বিশৃঙ্খলভাবে গঠিত বাড়ি দেখাইয়া বলিলেন, "ওই রদারউড, স্যাকসন সেড্রিকের আবাসস্থান।"

এই সংবাদ এমারের নিকট অত্যন্ত প্রীতিদায়ক হইল; তাঁহার স্নায়ুগুলি বিশেষ সবল নয়, তিনি সঙ্কটপূর্ণ জলাভূমি পার হইবার সময়ে এমন ভয় ও উদ্বেগ বোধ করিতেছিলেন যে, তিনি পথপ্রদর্শনকারী লোকটিকে একটিও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার মতো কৌতূহল বোধ করেন নাই। এতক্ষণে চিত্ত স্থির এবং আশ্রয়স্থল নিকটবর্তী হওয়ায় তাঁহার কৌতূহল জাগরিত হইয়া উঠিল এবং তিনি উহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে সে কে এবং কী কাজ করে।

লোকটি উত্তর করিল, "আমি পুণ্যভূমি প্যালেস্টাইন হতে সদ্য-প্রত্যাগত একজন তীর্থপর্যটক। এই অঞ্চলেই আমার জন্ম।" এই উত্তর শেষ হইতে না হইতে তাঁহারা সেড্রিকের বাসস্থানের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলেন। এই বাসগৃহ নিচু ও বিশৃঙ্খলভাবে নির্মিত। অনেকখানি জায়গা লইয়া বিস্তৃত কয়েকটি উঠান অথবা ঘেরা আঙ্গিনা ছিল। যদিও এই বাড়ির আকার সাক্ষ্য দিতেছিল যে বাড়ির মালিক একজন ধনবান ব্যক্তি, তবুও সম্ভ্রান্ত নর্মানেরা যে সকল উঁচু বুরুজওয়ালা, দুর্গাকৃতি প্রাসাদগুলিতে বসবাস করিতেন, ইহা সেইগুলি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ধরনের ছিল।

বাড়ির সদর দরজার সম্মুখে আসিয়া ধর্মযোদ্ধা উচ্চৈঃস্বরে তাঁহার শিঙা বাজাইলেন; বৃষ্টি অনেকক্ষণ হইতে আসি-আসি করিতেছিল, তখন তাহা খুব জোরে পড়িতে লাগিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

একটি সুবৃহৎ প্রকোষ্ঠে, বন হইতে যেমন তেমন করিয়া কাটা একটি দীর্ঘ ওক কাঠের টেবিল স্যাকসন সেড্রিকের সান্ধ্যভোজনের জন্য সজ্জিত ছিল—এই প্রকোষ্ঠটির উচ্চতা ইহার অত্যধিক দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের তুলনায় নিতান্ত সামঞ্জস্যবিহীন ছিল।

প্রকোষ্ঠটির অন্যান্য সাজসজ্জাতেও স্যাকসনদের সময়ের অমার্জিত আড়ম্বরবিহীনতার লক্ষণ ছিল—সেড্রিক তাহা বজায় রাখিতে গর্ব অনুভব করিতেন। ওই ঘরের মেজে ছিল চুনমিশ্রিত মাটির, যাহা পায়ে দলিয়া শক্ত করা হইয়াছে, এবং যাহা আমাদের আধুনিক গোলাঘরের মেজে-তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়। কক্ষটির দৈর্ঘ্যের প্রায় সিকি ভাগ ব্যাপিয়া মেজে এক ধাপ বেশি উঁচু এবং ঐ স্থানটিতে, যাহার নাম মঞ্চ (dais) তাহাতে বাড়ির প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ ও মাননীয় সম্ভ্রান্ত অতিথিগণ উপবেশন করিতেন। এই উদ্দেশ্যে একটি মূল্যবান রাঙা কাপড়ে ঢাকা টেবিল ঐ উচ্চস্থানের উপর আড়াআড়ি করিয়া পাতা ছিল—এই টেবিলের মাঝামাঝি হইতে দীর্ঘতর ও নিম্নতর আর একটি টেবিল লম্বালম্বিভাবে পাতা ছিল—উহাতে ভৃত্যেরা ও নিম্নপদস্থ ব্যক্তিগণ আহার করিত—দালানের অপর প্রান্তের দিকে সেটি বিস্তৃত ছিল—দুইটি টেবিল মিলিয়া 'T' অক্ষরের মতো দেখাইতেছিল।

উচ্চতর টেবিলটির মাঝখানে গৃহকর্তা ও গৃহকর্ত্রীর জন্য অন্যান্য চেয়ারগুলি অপেক্ষা উঁচু দুইখানি চেয়ার স্থাপিত ছিল—উঁহারা অতিথিসৎকার-কার্যের নেতৃত্ব করিতেন এবং এই কার্যের নিমিত্ত স্যাকসন ভাষায় একটি গৌরবজনক উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, যাহার অর্থ 'রুটি বণ্টনকারী' অর্থাৎ অন্নদাতা।

এই সময় দুইখানি চেয়ারের একটিতে সেড্রিক বসিয়াছিলেন, পদমর্যাদায় ইনি একজন ক্ষুদ্র ভূম্যধিকারী ও নর্মান ভাষায় একজন সামান্য কৃষিজীবী